R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ- জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।
১৮ই জানুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

প্রণববাবুর এলাকায় জনগণের কোন স্বাচ্ছন্দ্য নেই—সবই হচ্ছে হবে

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ৮নং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত সাংসদ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর কল্যাণে মুর্শিদাবাদে জল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ২৪২ কোটি টাকার মতো আমদানি হয়েছে। এ টাকা উন্নয়নে জেলায় খরচ হচ্ছে, হবে। প্রণববাবুর দফায় দফায় হ্যালিকপ্টারে সফর, শিলান্যাসের গমক সমালোচকদের মুখে তুলে ধরেছে বিধানসভা নির্বাচনের মহড়ার প্রস্তুতি। সব ঠিক আছে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি ৫৮ বছরেও। তা ভৈরবটোলা, মোমিনটোলার হাঁ করা শুখা মরশুমের নদীর ধার দেখলে বোঝা যাবে। টেন্টার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভাঙ্গনের কাজ শুখা মরশুমে হবে এবং এটি জাতীয় সমস্যা। কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ কাজ, সরকারী প্রটোকলে ফেঁসেই থাকছে। এদিকে পানীয় জলের শিলান্যাস উদ্বোধন সবই ইতিবাচক। মহলদারপাড়া থেকে বাবুপুর ৪ কিমি রাস্তা উদ্বোধন আশার আলো। জেলা পরিষদকে সাধুবাদ। এখানে পি, এফ, অফিস হয়েছে ঠিকই তবে এখনও টিটাগড় অফিস থেকে বহু কর্মীর পি, এফের কাগজপত্র আসেনি। তাই হয়রান হচ্ছেন অনেকে। কর্মসংস্কৃতি ও সংস্থানের শ্লোগান ভোটের আগে হৈ চৈ ফেললেও কার্যতঃ এ মহকুমার কেউই ন্যূনতম ফৌজী জওয়ানের চাকরি পায়নি। যারা পেয়েছে তারা বরাবর যেভাবে ৫০/১ লাখ দিয়ে আড়কাঠির মাধ্যমে পায় সেভাবে পেয়েছে। "দাতায় দান করে ভান্ডারীর হাত ফাটে।" এ অবস্থা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কেন্দ্রের। ভোটের আগে জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্বর্দ্ধনায় মিঞাপুরে রেল ব্রীজের প্রস্তাব ভেবে দেখার পর্যায়েই থেকে গেল আজও। শহর ও মহকুমা হাসপাতালে রোগী আনতে গিয়ে ভিড়ের চাপে নাজেহাল অবস্থা। রোগী, শিশু, বৃদ্ধ সবাই ভুগছে। জরুরী প্রয়োজন মিঞাপুরের উড়াল পুলের। স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা এ সব নিয়ে ভাবাচ্ছেন কি (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজ্যের দশটির মধ্যে জঙ্গিপুর পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের নির্দিষ্ট দশটি পুরসভার মধ্যে জঙ্গিপুর পুরসভাকেও জনমুখী কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেয়া হলো। গভঃ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ডাইরেক্টর অব লোকাল বডিসের ডেপুটি ডাইরেক্টর মণীন্দ্রনাথ প্রধান গত ৯ জানুয়ারী জঙ্গিপুর পুর দপ্তর ও বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। কয়েকজন কাউনসিলরের সঙ্গে পুরসভার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়। শ্রীপ্রধান ম্যাকেঞ্জি পার্ক প্রাঃ স্কুল ও বালিঘাটা শিশু তীর্থ প্রাঃ স্কুলে গিয়ে তাদের মিড ডে মিল পর্যবেক্ষণ করেন—পায়খানা, বাথরুম ঘুরে দেখেন। স্বর্ণ জয়ন্তী প্রকল্পে যে সব মহিলা নিযুক্ত আছেন তাঁদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন। বিরোধী দলনেতা বিকাশ নন্দ পুরসভার উন্নয়ন খাতে রাজ্য সরকার কত টাকা দিল সে সব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে বোর্ড কোন আলোচনা করে না বা উচ্চ পর্যায়ের কেউ এখানে এলে তাদের কাছে গোপন রাখা হয় বলে ডেপুটি ডাইরেক্টরের কাছে অভিযোগ আনেন। উল্লেখ্য, বাড়ী ঘরের, ব্যবসার, পারাপারের ঘাটের, শ্মশানের, বাজারের, বাসষ্ট্যান্ডের, শৌচাগারের, পরিস্রুত পানীয় জল ইত্যাদির ট্যাক্স আদায় ও স্বর্ণ জয়ন্তী ডাকুয়া গ্রুপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এই স্বীকৃতির অন্যতম কারণ বলে জানা যায়।

সাগরদীঘি থারমালে কর্মরত শ্রমিকের ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থারমাল পাওয়ারের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত কর্মী বিকাশ নন্দী (৩২) গত ১৬ জানুয়ারী বয়লারে রড বাঁধার কাজ করছিলেন। হঠাৎ বেল্ট ছিঁড়ে তিনি নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন। তাঁকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মৃত শ্রমিকের বাড়ী কান্দী মহকুমার ভরতপুর ব্লকের আমলাই গ্রামে। তিনি সিমপ্লেক্স কোম্পানীতে কাজ করতেন বলে জানা যায়।

সাগরদীঘিতে মমতার জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ জানুয়ারী সাগরদীঘি হাই স্কুল মাঠে এক জনসভায় মিলিত হন। বেলা প্রায় ৩ টায় সভায় উপস্থিত হলে মাঠ ভর্তি জনসাধারণ নেত্রীকে স্বাগত জানান। মমতা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় এক সময়ে আসতাম। আমার চ্যালেঞ্জ আছে আমি আসব। প্রতি ব্লকে যাব। প্রতি ঘটনায় আমরা ছিলাম। সিপিএম ২৯ বছর ধরে রাজত্ব করছে। ভালো ভালো ছেলে এখানে চাকরী না পেয়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

একাংক নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নাট্যকার বিট্রল ব্রেখটের মহাপ্রয়াণের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব নাট্য বিভাগের প্রযোজনায় একাংক নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক মনোজ্ঞ পরিবেশনা হলো ক্লাবের নিজস্ব মঞ্চে গত ১১ জানুয়ারী '০৬, মহকুমার তরুণ পরিচালক ও অভিনেতা প্রয়াত মিহিররঞ্জন চৌধুরী স্মরণে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

শীতের বেলায়

শীতকে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋতু বলিয়া মনে করিলেও বোধ হয় তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। শীতের উত্তুরে বাতাসে কনকনানি আছে আর সেই শৈত্য জীব-জগতে রুক্ষতা বহিয়া আনে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গাছ-গাছালি হইতে পাতাও খসিয়া পড়িতে থাকে তাহাও দৃশ্যমান। কবিদের কেহ কেহ তাহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই। বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের চোখে এবং অনুভবে শীত তেমন ভাল বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তবে তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল সমাজের নীচে তলার মানুষের জীবন যন্ত্রণার দিকে। অবশ্য পাশাপাশি তিনি বলিয়াছেন 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জনে।'

সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে সমাজ, জীবন, জীবনধারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। উত্তুরে হিমানীর আগমনের সাথে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের মধ্য দিয়া সূচিত হয় পৌষ পার্বণের পালা। পিঠেলির গন্ধে ভরিয়া উঠে গৃহস্থের আঙিনা। মাঠে মাঠে শাকসাব্জর সবুজ সমারোহ। হাটে বাজারে তাহাদের সজীব শ্যামল প্রদর্শনী। পল্লীর বাতাসে ভাসিতে থাকে তাতারসির গান, নলেন গুড়ের মিষ্ট মধুর গন্ধ।

ধান উঠলেই গ্রামের মাঠে, বাগানে শুরু হইয়া যায় পৌষালো। এখনও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বরং অনেক বেশি মাত্রা পাইয়াছে আয়োজনে, অনুষ্ঠানে। শহরে শীতের এখন বড় আকর্ষণ চড়ুই-ভাতি বা পিকনিক আর নানা ধরনের মেলানুষ্ঠান। পিকনিক স্পট এখন নানা স্থানে। কুশীলবদের কুচকাওয়াজ সেই সব স্থানে মাইকে নিনাদিত, নিবেদিত চড়া সুরের গানে এবং তাহাদের দেহভঙ্গীর ছান্দল কসরতে।

খেলার ময়দানেও তাহার উপস্থিতি। ক্রিকেটের পিচে চলিয়াছে বল আর বোলিং-এর গড়াগড়ি, ব্যাটে-বলে দস্তুর মতো লড়ালড়ি। শীতের নরম রোদ গায়ে মাখিয়া দর্শক সাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা উত্তেজনার উত্তাপে পারদের উঠা-পড়া। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় শীত যতই রুক্ষ ধূসর হউক, সে বহন করিয়া আনে প্রাণের, গানের উচ্ছলতা, শীতের মধ্যে রহিয়াছে বসন্তের পূর্বাভাস।

জঙ্গিপুরের জনপদ

[জঙ্গিপুর এক বৈচিত্রময় মহকুমা। বৈশিষ্টপূর্ণ এর বিভিন্ন জনপদ। কত ধরনের গ্রাম, শহরও। কোথাও কৃষি, কোথাও শিল্প, কোথাও বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, কোন জনপদের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ মহকুমার গ্রাম এবং শহরের বিবরণ ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা হয়তো আগামী দিনে এক প্রামাণ্য দলিল হিসাবে চিহ্নিত হবে। পত্রিকাটি আপনাদের। তাই আবেদন, আপনারাই নিজেদের গ্রাম কিংবা শহর সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ (৩০০-৪০০ শব্দ) প্রতিবেদন লিখে পত্রিকা দপ্তরে পাঠান। পছন্দ হলে 'জঙ্গিপুরের জনপদ' শীর্ষক এই নতুন কলাম্-এ তা প্রকাশিত হবে।

বর্তমান সংখ্যায় 'জঙ্গিপুরের জনপদ'-এর প্রথম কিস্তি। মির্জাপুর গ্রাম সম্পর্কে লিখেছেন অনুপ ঘোষাল। মির্জাপুর এই যশস্বী সাহিত্যিকের জন্মভূমি।]

মির্জাপুর

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রখ্যাত গ্রাম মির্জাপুর। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের অধীন এই গ্রামটি সাগরদীঘি বাসরুটে ৫ কিমির মধ্যেই। পুরনো বর্ধিষ্ণু জনবসতি। লোকসংখ্যা আট হাজারের কাছাকাছি। গ্রামেই পঞ্চায়েত ও পোষ্টঅফিস। রেল-স্টেশনও গ্রামেই। স্টেশন ও ডাকঘর মির্জাপুরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দেড় কিমি দূরবর্তী অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রাম গনকর-এর নামে কেন হয়েছে, তার সদুত্তর গ্রামের প্রধান অধিবাসীরাও দিতে পারলেন না। মির্জাপুরের মূল খ্যাতি রেশম শিল্পের জন্য। 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' বলতে 'কোরা'-র ওপর শ্রীরামপুরে (বা অন্যত্র) ছাপা শাড়িকেই সাধারণত বোঝায়। 'কোরা' থান মির্জাপুরে হয় ঠিকই কিন্তু মির্জাপুরের আসল গৌরব গরদ-এর জন্য। গরদের 'কোরিয়াল' বা 'বাদুচরি'-র চোখজুড়ানো বুনন ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আজও মানুষজন গরদের সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখতে আসেন এখানে। কিনেও নিয়ে যান এখান থেকে। বলা বাহুল্য, কোলকাতার থেকে দাম পড়ে অনেক কম। কোলকাতা ছাড়াও এখানকার শাড়ি চলে যায় মুম্বই দিল্লি এবং রেশমের আর এক পীঠস্থান মাদ্রাজেও। এমনকি বিদেশেও সগৌরবে পাড়ি জমায় মির্জাপুরের গরদ। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজারখানেক পরিবার। কিন্তু সাম্প্রতিক বাজারের মন্দায় এবং সরকারি ঔদাসিন্যে ব্যবসার পরিস্থিতি যে খুব ভাল, সেটা বলা যাবে না। রেশম শিল্পের দৌলতেই মির্জাপুরের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বেশ মজবুত। বেকার বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা গ্রামে নগণ্য। বাঙালি মহাজনেরা তো আছেনই, বেশ কয়েক ঘর মারোয়ারি পরিবারও সুদূর জয়পুর থেকে এসে কয়েক পুরুষ আগে স্থায়ী ঘর বেঁধেছেন এই গ্রামে। শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় এঁদের অবদানও অনস্বীকার্য। বেশ কয়েকটি রেশমশিল্প সমবায় এবং ট্রাস্টিও রেশমশিল্প উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই গ্রামে।

হতে পারে গ্রাম, তাই বলে একেবারে পিছিয়ে পড়ে নেই মির্জাপুর। কী নেই মির্জাপুরে! রেল স্টেশন সাবপোস্ট-অফিসের কথা আগেই বলেছি। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক পশু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভূমিরাজস্ব অফিস, ব্যাংক (স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া)—এমন অনেক কিছুই আছে গ্রামে। এমন একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম থাকতেও পঞ্চায়েত সমিতির অফিস কেন রঘুনাথগঞ্জ শহরে, সেটা অনেকের মাথাতেই ঢোকে না। বিদ্যুৎ অফিসও আছে, তবে বিল জমা নেয়ার ব্যবস্থা নেই। এটা দরকার। সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক কেন ৫ কিমি ঠেঙিয়ে রঘুনাথগঞ্জে মাসান্তে ইলেকট্রিকের টাকা জমা দিতে যাবেন?

প্রাইমারি স্কুল আছে ৭টি। মেয়েদের হাইস্কুলও আছে। মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তো নামি স্কুল, বয়স ছাপান্ন বছর। প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ চালু করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দৈনিক বাজার বসে গ্রামে। হাটও ছিল এক সময়। প্রধান রাস্তার ধারে ধারে অজস্র দোকানপাট। জমজমাট গ্রামটি যেন হয়ে উঠছে গঞ্জ। দুহাজার সালের বন্যার পর মির্জাপুর উঁচু জায়গা বলে বাঘুড়ির বহু পরিবার চড়া দরে জমি কিনে মির্জাপুরের আশেপাশে বসতি বসাচ্ছেন। জনসংখ্যা বাড়ছে হু-হু করে। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গভীর নলকূপের জল পাইপলাইন মারফৎ পাড়ায় পাড়ায় তিনবেলা সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। পানীয় জলের অসুবিধে নেই। কিন্তু দরকার রাতের বেলা রাস্তার আলোর। প্রচুর মানুষজন ও যানবাহন চলাচল করে। রাস্তার যা হাল, দুর্ঘটনা এ গ্রামে স্বভাবিক ঘটনা। এখানে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বেশ খ্যাতিমান। মির্জাপুর নবভারত মিশন এবং শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের বেশ কয়েকজন ক্রীড়াবিদ শুধু রাজ্যস্তরে নয়, (৩য় পৃষ্ঠায়)

সিভিক্ সেন্স

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

প্রচলিত বিলাতী ভাষায় 'সিভিক সেন্স্' মানে নাকি সৌজন্য-বোধ বা শহুরে ভদ্রতাবোধ। ওদের মতো অসভ্য, বর্বর নৃশংস জাতি পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয়টি নাই। অথচ ওরা নাকি বিশ্বকে সিষ্টাচার, ভদ্রতা শিকিয়েছে। ইংরেজী না জানলে জীবন ব্যর্থ। ইংরেজ হঠানো হলো, ইংরেজী শুধু থেকে গেল তাই নয়—মরমে গাঁথা রইল। প্লিজ আর সরি বললেই নাকি স্মার্টনেস এর সঙ্গে সঙ্গে তার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পাড়ার কেলো মাফিয়া হয়ে হয়ে গেল কালোবরণ! আমাদের দেশে শিক্ষিতরা প্রায়ই অশিক্ষিতদের থেকে অনেকক্ষেত্রেই নির্বোধ। কথাটা উল্টো শোনালেও এটাই নির্মম সত্য। তথাকথিত ঐ সব আঁতেলরা পয়সা, ডিগ্রী, গাড়ী, বাড়ী, প্রতিষ্ঠা সব করেও কেমন যেন কিম্ভুত কিমাকার। না আছে তাদের সিভিক সেন্স, না আছে কমনসেন্স। সৌজন্যবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ, দেশাত্মবোধ, দায়িত্ববোধ —এই চারটা যার নাই সে মানুষটা নির্বোধের পর্য্যায়েই পড়ে। চলুন একটু ঘুরেফিরে কথাটার সত্যতা কতদূর দেখা যাক। (১) ঐ যে দোতলার ঝুল বারান্দার দামী গ্রিলের ফাঁক দিয়ে যে মহিলা এইমাত্র রাস্তায় কাগজে জড়িয়ে 'এ্যা' ছুঁড়ে ফেললেন তিনি একজন ১০ হাজারী স্বাস্থ্যকর্মী। (২) ঐ যে দেখুন রাস্তার ধারে লালবাতি লাগানো গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে যিনি সদলবলে উল পছন্দ করে চলেছেন তিনি স্থানীয় কোর্টের বিচারকের পত্নী। (৩) বাজারে গিয়ে আপনি মেয়েটা খেতে ভালবাসে বলে বড় কষ্ট করে বা কাল নিরামিষ খাবো ঠিক করে বাচা মাছ কটার জন্য মাছওয়ালার সঙ্গে দর প্রায় রফা করে ফেলেছেন এমন সময় যিনি এক দামে অর্থাৎ দর না জিজ্ঞেস করেই সবটাই ছোঁ মেরে কিনে নিয়ে ব্যাগে ভরে টাকা মিটিয়ে চলে যাচ্ছেন, তিনি একজন টিউশন চ্যাম্পিয়ান। পাড়ার শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই। (৪) সারা রাস্তা জুড়ে সাইকেল মিছিল আসছে সড়ে দাঁড়ান। এরা পার্টির কেউ নয়! এদের মুখে খিস্তি, হাতে সিগারেট, মেয়েদের পেছনে (কিছু মেয়ে ছেলেদের পেছনে) হ্যাংলামীপনা আর রাস্তাটাকে বাপের বাড়ীর উঠোন ভাবার ধৃষ্টতা দেখে বুঝতে পারলেন না তো এরা কারা? এরাই আমাদের—'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা'! এদের জন্যে একদা নেতাজী লিখেছিলেন তরুণের স্বপ্ন, নজরুল দিয়েছিলেন অগ্নিবীণায় টঙ্কার। ওসব ঝুলে গেছে। এরা প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছে বা পড়ে বাড়ী ফিরছে। কেউ নন্ ম্যাট্রিক টিপসহিওয়ালা নয়। এদের প্রায় প্রত্যেকের বংশ মর্যাদা আছে, বাপদাদা এরকম বেল্লিক ছিলেন না। অথচ এরাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। পেছনে বাঁশ (বংশ) ধরে রেখেছে! (৫) টম্যাটো কত করে দিলে হে বলে যিনি ডান ঠ্যাং ৪৫ ডিগ্রী পেছনে চাট মারার ভঙ্গিতে তুলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে টম্যাটো দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই ঐ ঠ্যাং হয়তো আপনার দেহের স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করলো। এই হিট দি উইকেটে আপনার সকালটা কি সুন্দরভাবে শুরু হলো বলুন! (৬) বৌ মাঠে পায়খানা করতে গিয়ে হাফ রেপড হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আপনাকে নিয়ে থানা এলো। দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন ওপারে যে একটা ফাঁড়ি আছে তাও জানোনা, মদন! যাও এখান থেকে। ফাঁড়িতে এলেন, সবই জানালেন—যিনি শুনলেন তিনি ২ ঘন্টা বসিয়ে রেখে বললেন বড়বাবু এলে বলবেন—উনি কোর্টে গেছেন। এরপর বিকেলের দিকে পান চিবুতে চিবুতে বড়বাবু অফিসে ঢুকলেন। আপনারা তৃতীয় দফায় যখন ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা। সবকিছু শুনে বড়বাবু মন্তব্য করলেন দূর! রেপই তো হয়নি। বাড়ী যান। কাল যাবো। হাসপাতাল গিয়ে লাভ কি? স্বাধীন দেশের মরুদ্যানের পুলিশ, ডাকসাইটে সব লাল-সবুজ নেতারা মোবাইল নিয়ে চোস্তা পরে দৌড়াদৌড়ি করে দেশ উদ্ধারে ব্যস্ত। মাঝখানে আপনি এক বেরসিক মাল মাইরী। স্বল্প কাপড়ে একটু নিরালায় এলো চুকে দেখে পাড়ার কোনও যুবক যদি বৌদির সঙ্গে একটু ইয়ে করেই ফেলে, তা আবার বলে বেড়ানোর কোন মানে হয়। বরং একটু আনন্দ হবেনা এরকম ভেবে যে তার বৌটা এখনো কারোর চোখে সুন্দরী বুড়ি হয়ে যায়নি। (চলবে)

দু'পক্ষের গণ্ডগোলে এলাকা উত্তপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ঈদের পর সমাজের অধিকার নিয়ে জঙ্গিপুর মীর্জাপাড়ার গন্ডগোলে রাজনৈতিক রূপ নিয়ে কংগ্রেসী পুর কাউনশিলর ইন্তেকাব আলমকে দীর্ঘদিন হাজতবাস করতে হয়। এরপর এতদিন এলাকা শান্তিপূর্ণ ছিল। হঠাৎ গত ১৪ জানুয়ারী কলের জল নেয়া নিয়ে দুই ভায়ের অশান্তি শুরু হয় এবং ঘটনাটা দ্রুত রাজনৈতিক আকার ধারণ করে। এরপর বোমাবাজি শুরু হয়। প্রায় দেড়শো বোমা পড়ে উভয় পক্ষের বলে খবর। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুই পক্ষের চারজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এলাকায় উত্তেজনা থেকে যায়। দফায় দফায় বোমাবাজি এখনও চলছে। ১৫ জানুয়ারী দুপুরেও দু'পক্ষের মধ্যে বোমাবাজি চলে।

জঙ্গিপুরের জনপদ (২য় পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় স্তরেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের লাইব্রেরিটি প্রশংসনীয়। নবভারত মিশনে বহু জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের মধ্যে চলছে ৫০ জন আদিবাসী শিশুকে নিয়ে একটি অনাথ আশ্রম। সেখানে অসহায় বৃদ্ধদেরও ব্যবস্থা হবে শীগগির! মির্জাপুর জমজমাট থাকে প্রতি বৈশাখে। এখানকার শীতলাদেবী জাগ্রতা। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার বিধিমতে পুজো হয়। বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার চব্বিশ প্রহর কীর্তনের পর ধুলোট। মেলায় দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীর ঠাসাঠাসি ভিড়। বৈশাখে মির্জাপুর এক তীর্থক্ষেত্র। ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম। সব আছে, নেই শুধু পাকা রাস্তা। মির্জাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে জাতীয় সড়ক (অনুপপুর) মাত্র ৩ কিমি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই গ্রামটি রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য খুব মার খাচ্ছে। শিল্পের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা এই গ্রামের কঙ্কালসার রাস্তাঘাট। মাত্র ৩/৪ কিলোমিটার লম্বা প্রধান সড়কটি যদি পাকা (পিচের) করা হয়, শুধু শিল্পোন্নয়ন বা গ্রামীণ বিকাশই ঘটবে না—গ্রামটি মহকুমার এক বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও গড়ে উঠবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয় সড়ক (অনুপপুর) থেকে মহকুমা শহরের দূরত্ব কমে যাবে প্রায় ৬ কিমি। গ্রামের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করবে বাস। মানুষজন আসবে চারিপাশ থেকে। নতুন রোজগারের পথ খুলে যাবে। অর্ধশতাব্দী আগে সত্যিই মির্জাপুরে পাইকারি বাজার ছিল। প্রচুর ওয়াগন কাটা হত গনকর স্টেশনে। আরও আগে মির্জাপুরে থানাও ছিল। গনকরের ঘাটে বাণিজ্যের নৌকা লাগত। সেই সুদিন ফিরিয়ে আনা অসম্ভব নয়। তার জন্য চাই রাস্তা। মোরামের জোড়াতালি নয়, পাকা পিচ রাস্তা। আর চাই—থানা না হোক, একটা স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি। বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি প্রয়োজন। আর কিছু নয়, শুধু এই দুটো ব্যবস্থা যদি হয়—মির্জাপুর সোনার গ্রাম হয়ে উঠবে। (রচনাকাল ২৯ সেপ্টেম্বর '০৪)

স্বল্প মূল্যের ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফির দাবীতে জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরা পথে নামলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরা স্বল্প মূল্যের নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি সরবরাহের দাবীতে ১৮ জানুয়ারী মিছিল করে শহর পরিক্রমা করেন। এর আগে তাঁরা একই দাবীতে মহকুমা শাসককে ঘেরাও করেছিলেন। এক টাকার কোর্ট ফি ও দশ টাকার ষ্ট্যাম্প অপ্রতুল হওয়ায় এলাকার মানুষের দুর্দশার সীমা নেই বলে বারের এক প্রবীণ আইনজীবী জানান।

বোমা কাজিয়ায় একজন মারা গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামে গত ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যেয় দু' পক্ষের বোমা বৃষ্টিতে জিতেন ঘোষ (৩২) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে আনার পথে জঙ্গিপুর বাবুবাজারের কাছে ভ্যানেই তিনি মারা যান। অন্য আহত অজিত ঘোষকে জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। জানা যায়, চরে লাগানো কলাই-এর শস্য বাদে গাছ পাতাগুলো গরু মোষের খাদ্য বা জ্বালানি হিসাবে এলাকার মানুষ ব্যবহার করেন। ঘটনার দিনও সেকেন্দ্রার ঘোষেদের এক পক্ষ বস্তা বোঝাই ভূষি নিয়ে চর থেকে গ্রামে ঢুকলে অপর পক্ষ বাধা দেয়। এই নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত বলে খবর। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। উভয় পক্ষই সিপিএম সমর্থক বলে গ্রাম সূত্রে জানা যায়।

সাগরদীঘিতে মমতার জনসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

মালদা জেলার বহু মানুষ দিল্লী কাজ করতে গিয়ে মারা যান। বহু হতদরিদ্রের বি পি এল কার্ড হয়নি। অন্নদ্বয় যোজনারও সুযোগ পাওয়া যায় না! সব গ্রামে শিক্ষার সুযোগ নাই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২০ জন মারা যায়। সিপিএম যতদিন থাকবে কিছু হবে না। ভোট কার্ড দেখিয়ে বলেন নাম এক ছবি সিপিএম ক্যাডারের। আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব। ২০০০ সেনসাসে যে লোক সংখ্যা ছিল তার থেকে রেশন কার্ড অনেক বেশী। এইরূপ পরিসংখ্যা দেখান হুগলী, মেদিনীপুর, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদে।

পাত্রী চাই

পৌন্ড্র, ৫' ৬", ৩০+, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
(M. Tech, Kharagpur I. I. T.)
পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী স্নাতক (অনার্স) পাত্রী চাই।
Contact : সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা (9733176029)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (১ম পৃষ্ঠার পর)

গুণীজন সম্বর্দ্ধনায় নাট্য ব্যক্তিত্ব ভীষ্মদেব হালদার, নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও সনৎ পাইনের হাতে স্মারক উপহার তুলেদিলেন তরুণ চৌবে, প্রবীর চক্রবর্তী এবং ডঃ জাকির হোসেন-এর মত নবীন নাট্য ব্যক্তিত্ব। টাউন ক্লাবের নাট্য প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। স্বরক্ষেপণ, অভিব্যক্তি বা যথার্থ মহরার অভাব চোখে পড়লেও রুগ্ন সংস্কৃতি নাট্য কৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করার যে অঙ্গীকার তাদের নাট্য আন্দোলনের প্রথম রজনীতে করেছিলেন, টাউন ক্লাব প্রযোজিত আজকের মঞ্চস্থ নাটক 'মহাকাব্য' সেই প্রতিশ্রুতিকে অব্যাহত রেখেছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সবই হচ্ছে হবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রণববাবুকে ? না নিজের এলাকায় গোষ্ঠী প্রভাববৃদ্ধির জন্য প্রণববাবুকে দিয়ে পলিথিন কারখানা উদ্বোধন করানো, ধুলিয়ানে সফর আলির নামে প্রাইমারী স্কুল উদ্বোধন করানোর মধ্যেই উন্নয়নকে কেন্দ্রীভূত করে রাখছেন। খতিয়ানে পয়ঃবৃদ্ধির পরিবর্তে একমন দুধে, একপাত্র গোচনার সামিল। স্থানীয় নেতাদের গোষ্ঠী কোন্দলে ও দাদা ভাগের কুস্তির আসরে দলকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি প্রাধান্য আরও বেশী বিশৃঙ্খল করছে সংগঠনকে। কংগ্রেস পার্টি অফিস কেনা থেকে কোন্দল বড় আকার নিচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ শহর উপকন্ঠে জঙ্গিপুর রোড রেল স্টেশন। প্রণববাবুর উদ্যোগে রেলমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠি চাপাটি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কমপিউটারাইজড টিকিট কাউন্টার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ জনগণ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কেন্দ্র অথচ এখানকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোন ভালো ট্রেন নেই। আপাতত তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস বন্ধ রাখা হয়েছে। থার্মাল পাওয়ার, অসংখ্য বিড়ি কোম্পানী ও সবচাইতে বেশী রেভেনিউ দেওয়া মহকুমার বিখ্যাত সাংসদ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এখনও জনগণের ভাগ্যে কোন শিকে ছেঁড়েনি। খতিয়ানে উন্নয়নের গ্রাপ ঊর্ধ্বমুখী হলেও জনমুখী কতটা ? শহর রঘুনাথগঞ্জে মহকুমার ছাত্র, ছাত্রীর চাপ। তথাপি দুটি স্কুলের কথা ভোটের আগে বহুবার আলোচিত হলেও আজ বিস্মরণের তলানিতে। ঠিকাদারের দাপে ও চাপে উন্নয়নের তাপ এখন নিম্নমুখী নয় গগনমুখী।

মুর্শিদাবাদ জেলা সার্বিক সাক্ষরতা প্রসার সমিতি

নিম্নলিখিত জিনিষপত্র ক্রয় করিবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করছে।

১। ব্ল্যাক বোর্ড মাপ ৪' × ৩' প্লাই ৬ মিমি, চারিদিকে কাঠের বাটাম।

২। এক্সারসাইজ বুক—৯৬ পাতা ঢাকনা ও লোগোসহ, মাপ ১৭ × ২১ সি এম, ১০'৪ কেজি ম্যাপলিথো কাগজ অন্ধ্রপ্রদেশ।

৩। একাডেমী চক—৫০টিতে এক বাক্স

৪। ব্ল্যাকবোর্ডের জন্য ডাষ্টার

৫। পেন্সিল (এইচ বি) নটরাজ

টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০/১/২০০৬ বেলা ২টা পর্যন্ত। বিশদ বিবরণের জন্য সাক্ষরতা সমিতির অফিস নোটিশ বোর্ড দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমীররঞ্জন চট্টোরাজ
অতিরিক্ত জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ২৯ (২)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১০-১-০৬

ভিত সমেত জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত ১৫নং ওয়ার্ডের অধীন হরিদাসনগরস্থিত বাড়ি তৈরীর জন্য উত্তর দক্ষিণে লম্বা রাস্তা সংলগ্ন ২টো প্লটে ·০৮ শতক পরিমিত ভিত সমেত জায়গা একসাথে বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

সুব্রত দাস, এ্যাডভোকেট
ফোন নং ২৬৭৭৫৭ ফাঁসিতলা কোর্টমোড়
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)